গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন ২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৮.৯৯.০২৮.২৪-১০২ তারিখ : ১৭ মাঘ ১৪৩০ / ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

বিষয়: রপ্তানিমুখী চামরাজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পখাতে উন্নয়ন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত ও প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনার আলোকে এলাকা ভিত্তিক অত্যাধুনিক কসাইখানা স্থাপন ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২৪/০১/২০২৪ তারিখে রপ্তানিমুখী চামরাজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পখাতে উন্নয়ন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত ও প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনার আলোকে এলাকা ভিত্তিক অত্যাধুনিক কসাইখানা স্থাপন বিষয়ে অনুষ্ঠিত ১ম সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(খ) আগামী ০৬ মাসের মধ্যে পশু জবাই এর ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থান কসাইখানা হিসেবে ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ করতে হবে;

০২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ০৬ মাসের মধ্যে পশু জবাই এর ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থান কসাইখানা হিসেবে ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : ০৩ পাতা।

৩১/০১/২০২৪

(জেসমিন পারভীন)
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৫৫৬৭

বিতরণ:

১। জেলা প্রশাসক (সকল) ------------------------------------ জেলা;

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) -------------------------------------উপজেলা,----------------- জেলা;

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৮.৯৯.০২৮.২৪-১০২/১(৪) তারিখ : ১৭ মাঘ ১৪৩০ / ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
২। পরিচালক, নির্বাহী সেল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা;
৩। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;
৪। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ;
৬। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

(জেসমিন পারভীন)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: রপ্তানিমুখী চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পখাতের উন্নয়ন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত ও প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনার আলোকে এলাকা ভিত্তিক অত্যাধুনিক কসাইখানা স্থাপন বিষয়ে অনুষ্ঠিত ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. মোঃ আমিনুর রহমান এনডিসি অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভার তারিখ ও সময়	:	২৪ জানুয়ারি, ২০২৪, বেলা: ১১.০০ টা
সভার স্থান	:	সভাকক্ষ (ভবন নং-০৭, কক্ষ নং- ৬০১) স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। রপ্তানিমুখী চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পখাতের উন্নয়ন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত ও প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনাসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে গত ১১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০৬.	স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এযাবৎ কতগুলো আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ করা হয়েছে, চালুকৃত কসাইখানাগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা এবং ব্যবহৃত হলে তা ব্যবহার সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ক. স্থানীয় সরকার বিভাগ খ. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
০৭.	আগামী ০৬ মাসের মধ্যে পশু জবাই ক্ষেত্রে জেলা, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থান কসাইখানা হিসেবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আধুনিক কসাইখানা নিশ্চিতকরণে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবে।	ক. স্থানীয় সরকার বিভাগ খ. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আজকের এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। অত:পর উপস্থিত সকলকে মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান করা হয়।

০২। উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি সিটি কর্পোরেশন (১. চট্টগ্রাম, ২. খুলনা ও ৩. রাজশাহী), ৩টি আধুনিক পশু জবাইখানা এবং জেলা পর্যায়ে ১৮টি (কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, রংপুর, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, নোয়াখালী, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, শেরপুর, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, মুন্সীগঞ্জ, পাবনা, সিলেট, রাজশাহী খুলনা ও চট্টগ্রাম) মানসম্মত পশু জবাইখানা নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন। এছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে ১৪০টি মাংসের কাঁচা বাজারের স্লটার স্লাব নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

০৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও গবেষণা), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বলেন, সারা বাংলাদেশে কসাইখানায় জবাই করার লক্ষ্যে ২১০০ টি Growth Centre সহ পৌরসভায় Operations and Management বিষয়টি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শক্তিশালী সমন্বয় দরকার। এটার সাথে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব মারাত্বকভাবে জড়িত। এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা দরকার। যে কোন অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে Operation and management বিষয়টি পূর্বে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

০৪। ডাঃ শরণ কুমার সাহা, ভেটেরিনারী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটিকর্পোরেশন বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার আওতাধীন বর্তমানে ২টি আধুনিক জবাইখানার কাজ চলমান আছে। তারমধ্যে অঞ্চল-৩ ওয়ার্ড-১৪ এর হাজারীবাগ এলাকায় অত্যাধুনিক জবাইখানাটি পুরোপুরি প্রস্তুত আছে। তবে ইজারা প্রক্রিয়ার জন্য এখনও চালু হয়নি। আর অপর একটি অঞ্চল-৪ এর আওতাধীন নবাবপুর বাজারের কাপ্তান বাজারের জবাই খানাটির কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হতে কিছুটা সময় লাগতে পারে।

০৫। জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় মিরপুর-১১ এর কাঁচা বাজার ও মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে ১টি করে দু'টি স্লটার স্লেব (জবাইখানা) রয়েছে। উক্ত স্লটার স্লেব দু'টি আধুনিক নয়। তবে অঞ্চল ভিত্তিক ক্ষুদ্র আধুনিক স্লটার হাউজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। রপ্তানিযোগ্য চামড়ার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি স্লটার স্লেবে ১টি করে আধুনিক চামড়া ছাড়ানোর যন্ত্র বা ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক বলে তিনি অভিমত দেন। আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ এবং কসাইখানার বাইরে পশু জবাই বন্ধ করার জন্য পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১১ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

০৬। উপসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেন, বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের বাইরে চামড়া শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানিতে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। পশুসম্পদ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ ১২তম অবস্থানে আছে। কোরবানীর সময় দেশে প্রচুর পরিমাণ চামড়ার সরবরাহ থাকে। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কাঁচামালের প্রাপ্যতা আমাদের দেশে থাকায় এ পণ্যে উচ্চ মূল্য সংযোজন করা যায়। চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করলে রপ্তানি আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়। তবে প্রতিযোগিতামূলক বৈদেশিক বাজারে উপযুক্ত মূল্যে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্স অনুসরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ কারণে পশুর চামড়া সঠিকভাবে ছাড়ানো, সংরক্ষণ এবং পরিবেশ দূষণ রোধ করা প্রয়োজন। এ বাস্তবতার আলোকে রপ্তানিমূখী চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পখাতের উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

০৭। উপসচিব (পৌর-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন, দেশে পৌরসভার অন্তর্গত বাজারসমূহে সাধারণত গরু/মহিষ/ছাগল/ভেড়া কসাইরা জবেহ করে সেই মাংস আশেপাশের বাজারসমূহে সরবরাহ করে থাকে। প্রায়শ:ই দেখা যায় রাত্রে তা বা সকালে পশু জবেহ করে মাংস দোকানের সম্মুখে দিনভর ঝোলানো থাকে। গ্রীষ্মকালে বিকালের সময় সেই ঝোলানো মাংসে পচন ধরা শুরু হয়। মাংস যথাযথ তাপমাত্রায় সংরক্ষণের জন্য ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বাজারে মাংস বিক্রেতাদের মাঝে অভিযান পরিচালনা করলে সুফল পাওয়া সম্ভব। বর্তমানে পৌর এলাকার বাজারসমূহ যেখানে পশু জবেহ হয় সেসকল স্থানে পরিবেশ স্বাস্থ্যকর রাখা/ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সূচকসমূহ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্চনীয়। এবিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতা নেয়া প্রয়োজন। পশুর চামড়া সংরক্ষণ, আহরণের বিষয়ে কসাইদের সচেতনতা বজায় রাখতে মনিটরিং ব্যবস্থা চালু রাখা প্রয়োজন।

০৮। উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বলেন, বাজারসমূহে সঠিক উপায়ে চামড়া ছাড়ানোর কৌশল সম্বলিত সচিত্র নির্দেশিকা প্রদর্শন করতে হবে, চামড়া ছাড়ানোর ৪-৬ ঘন্টার মধ্যে লবণ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে, এছাড়া লবণ প্রয়োগের পর অস্থায়ীভাবে ছাড়ানো চামড়া সংরক্ষণের জন্য পরিমিত ভেন্টিলেশন সুবিধাযুক্ত সংরক্ষণাগার নির্মাণ করতে হবে। এই তিনটি বিষয় কসাইখানায় নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

০৯। উপসচিব (সিক-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ২টি ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ১টি আধুনিক পশু জবাইখানা নির্মাণ করা হয়েছে। তবে সেগুলো অদ্যাবধি উপযুক্ত করা হয়নি। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কসাইখানার জন্য জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কসাইখানার জন্য জনবল নিয়োগ দেয়া হয়নি। কসাইখানাগুলো কোন প্রাইভেট পার্টনারকে দেয়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয় কিন্তু কেউ আগ্রহ দেখায়নি। সিটি কর্পোরেশনগুলো হতে আগামী ০৭ দিনের মধ্যে আধুনিক পশু জবাইখানা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার ৭ নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নিকট হতে মতামত সংগ্রহপূর্বক একটি Time Bound Action Plan করা যেতে পারে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ন্যায় দেশের অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে ও অত্যাধুনিক/ আধুনিক পশু জবাইখানা নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে পশু জবাইখানায় পশু জবাইয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ করা প্রয়োজন।

১০। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বলেন, অত্যাধুনিক কসাইখানা নির্মাণের অন্যতম প্রধান অংশ নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ। ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত থাকলে সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় নির্মিতব্য কসাইখানায় অনুমোদিত প্রাক্কলনে পানি সরবরাহ অংগ অন্তর্ভূক্ত থাকার কথা। সেক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) এর মাধ্যমে আলাদাভাবে পানি সরবরাহের প্রয়োজন হবেনা। তবে DPHE, পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কাজ করে থাকে। ফলে পৌর এলাকায় নির্মিত কসাইখানায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করতে পারবে। বর্তমানে DPHE বিভিন্ন পৌরসভায় সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ বাস্তবায়ন করছে। ফলে কসাইখানায় তৈরী বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ পৌর কর্তৃপক্ষসহ বাস্তবায়ন করা যাবে।

১১। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) বলেন, আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ একটি সময়োপযোগী বিষয়। পরিবেশ রক্ষার্থে জরুরি ভিত্তিতে নির্দিষ্ট স্থানে পশু জবেহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সারাদেশে কতগুলো কসাইখানা রয়েছে, তার মধ্যে কতগুলো আধুনিক সে বিষয়ে উপজেলা শাখা হতে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে আরো কতগুলো কসাইখানা নির্মাণ করতে হবে তার একটি কর্মপরিকল্পনা/প্রতিবেদন প্রণয়ন করা জরুরি।

১২। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

(ক) সারাদেশে এ যাবত কতগুলো আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ করা হয়েছে, চালুকৃত কসাইখানা ব্যবহৃত হচ্ছে কি-না এবং ব্যবহৃত হলে তা ব্যবহার সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সিটি কর্পোরেশন শাখা, পৌর শাখা ও উপজেলা শাখা হতে আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে;

(খ) আগামী ০৬ মাসের মধ্যে পশু জবাই এর ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থান কসাইখানা হিসেবে ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ করতে হবে; এবং

(গ) আধুনিক কসাইখানা নিশ্চিতকরণে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে একটি কর্মপরিকল্পনা আগামী ০১ মাসের মধ্যে প্রণয়ন করবে।

১৩। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৭/০৩/২০২৪

ড. মোঃ আমিনুর রহমান এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
স্থানীয় সরকার বিভাগ